সমাজ ও জীবন
সচেতন পত্রিকা

পাক্ষিক

অধিকরন

ADHIKARAN

www.adhikarannews.com

প্রতিষ্ঠাতা: মরহুম মিয়া আব্দুর রশীদ ও মরহুমা শাহিদা রশীদ

রেজিঃ নং ডিএ ৬০১১ ■ বর্ষ ২৪ ■ ১৮ সংখ্যা ■ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রীঃ ■ ১০ আশ্বিন ১৪২১ বাং ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৬ পৃষ্ঠা ■ মূল্য ৩০ টাকা

S.B. HATCHERIES LTD.
LION AGRO COMPLEX LTD.
tel :+88-02-9124729
fax:88-02-8116644
126 - 131, monipuripara,
tejgaon, dhaka-1216
email: sbhatcheriesltd@gmail.com
Cobb 500 Sonali

টপ নিউজ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

গোখাদ্য কেনার টাকা খেয়ে ফেলছে কর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে গো খাদ্য কেনার টাকাও কর্মকর্তারা ভাগ-বাটোয়ারা করে খেয়ে ফেলছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। চিড়িয়াখানা, ডেইরি ফার্ম,

খাদ্যে গুণগত মান নিশ্চিত করতে কাজ করছি

মমিন উদ দৌলা, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইয়ন গ্রুপ অব কোম্পানি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রথম ও প্রধান অংশটি খাদ্য। নিরাপদ খাদ্য পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। খাদ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রায় ১৪ বছর ধরে কাজ করছে ইয়ন গ্রুপ। গ্রুপের নানা ব্যবসায়িক কর্মকান্ড নিয়ে অধিকরনের একান্ত সাক্ষাতকারে কথা হয় প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার মমিন উদ দৌলার সাথে। তিনি বলেন, ২০০০ সালে ইয়ন এনিমেল হেলথ প্রোডাক্টস লিমিটেডের মাধ্যমে ইয়ন গ্রুপের যাত্রা শুরু হয়। আমরা খাদ্যে গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি। ধান, সবজি, হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু ও মাছ নিয়ে কাজ করছি। এসবের চাষাবাদ ও লালন পালনে পরামর্শ ও রোগ বালাই দমনে প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী আমরা কৃষক, মাছ চাষীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করি। সরবরাহকৃত ওষুধ আমাদের তৈরি। তবে ওষুধের কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা। আমরা আরো প্রস্তুত করছি হাঁস-মুরগি, মাছ, গবাদি পশুর উন্নত খাদ্য (ফিড)। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন ভাল খাবার ও সুচিকিৎসা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পশু-পাখি কিংবা উদ্ভিদেরও। পশু-পাখি ও উদ্ভিদের সুখাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হলেই কেবল আমাদের সুখাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। কেননা মানুষ উদ্ভিদ, ফলমূল, সবজি এবং পশুপাখির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ খাদ্যেই আমাদের জীবন। ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও তৃণমূল উৎপাদনকারী এই তিনটি অংশের শৃঙ্খল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ভোক্তা ও তৃণমূল পর্যায়ের উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেশি বলে আমি মনে করি। এই দুটি জায়গা যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। একজন সাধারণ ভোক্তার পক্ষে ভোগ্য পণ্যের গুণগত মান বোঝা সহজ ব্যপার নয়। ভোক্তা সবসময় বিশ্বাস করেই কেনেন। এজন্য তিনি অর্থ খরচ করেন। সুতরাং তিনি কেন প্রতারিত হবেন। অপরদিকে কৃষক বা চাষী শ্রমে ঘামে যা কিছু উৎপাদন করেন তা যেন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে করেন, রোগবালাইয়ে সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারেন এই বিষয়গুলো নিয়েও কাজ করছি। কাজ করে যাচ্ছি উৎপাদন সহায়ক প্রযুক্তি ও ওষুধ প্রাপ্তির নিশ্চিয়তা নিয়েও। আমাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুধুমাত্র মুনাফামুখী নয়। আমরা মানুষের কল্যাণে ব্যবসা করছি। আমাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো নিরাপদ ভোগ্যপণ্যের সহায়ক। প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ, উদ্ভিদের বিষমুক্ত চাষাবাদ ও আহরণের জন্য আমাদের রয়েছে বিভিন্ন উপকরণ পণ্য ও প্রযুক্তি। পুষ্টিসমৃদ্ধ ও পুষ্টিবিহীন এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্য সম্পূরক, জৈব নিরাপত্তা প্রযুক্তি, বিভিন্ন ধরণের থেরাপি উপযোগী ওষুধ, ক্ষুদ্র পুষ্টি উপাদান এবং তরল সার। হাঁস-মুরগি, গৃহপালিত প্রাণী (প্রধানত গরু-বাছুর) এবং ফসল ইত্যাদির জন্য এসব পণ্য এবং উৎপাদন সহায়ক ওষুধ ও পুষ্টি উপাদান খুবই কার্যকর। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ন প্রযুক্তি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রেখে সাশ্রয়ী খরচে অধিক উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি সেবাও আমরা দিয়ে থাকি। সাধারণ ভোক্তাদের জন্য আমরা আপাতত কিছু আমদানিকৃত খাদ্য সামগ্রী দেশের সুপার শপগুলোতে বাজারজাত করছি। এগুলোর মধ্যে হোয়াইট ফিশ বল, ক্রিসপি বাইট, ফিশ টফু, ইমিটেশন ক্র্যাব স্টিক, ক্র্যাব নাগেট, ভেজি ফিশ বল উল্লেখযোগ্য। এগুলো নাশতা উপযোগী হালকা খাবার (স্ন্যাক্স)। আগামীতে নিজেদের উৎপাদন প্রসঙ্গে মমিন বলেন, আমরা শীঘ্রই সাধারণ ভোক্তাদের জন্য নিজস্ব উৎপাদনে যাচ্ছি। আমাদের নিজস্ব খামারের গুণগত মানের মুরগির ডিম ব্র্যান্ডিং করব। সঙ্গে থাকবে বিশুদ্ধতার শতভাগ নিশ্চয়তা। এছাড়াও ব্র্যান্ডিং করব নিজস্ব খামারে উৎপাদিত টমেটো, বেগুনসহ বেশ কিছু মূল্যবান সবজি। ২০১৬ সাল থেকে বাজারজাত করার আশা রাখছি। আমরা মানুষকে ভাল খাবার খাওয়াতে চাই। ব্যবসা শুধু মুনাফার জন্য নয়। দেশ, দেশের অর্থনীতি, সমাজ, কৃষক এবং ভোক্তাসহ সকলের জন্য কাজ করার সুযোগ অনেক অবারিত। মেধাবী ও দূরদর্শী সফল উদ্যোক্তা মোমিন উদ দৌলার জন্ম ১৯৬৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর। ঢাকার মিরপুরে। আদিবাড়ি ফেনী জেলার পরশুরামে। বাবা প্রয়াত মশি উদ দৌলা। মা প্রয়াত দেলওয়ারা বেগম। তিনি পড়াশোনা করেছেন ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে। ১৯৮৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ১০ বছর থেকেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৯৩ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার পেপারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি লেখালেখি ও সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত আছেন। কৃষি বিষয়ক ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'আধুনিক কৃষি খামার', ক্রীড়া বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন 'গলফ বাংলাদেশ' এবং দৈনিক জন জোয়ার পত্রিকার সম্পাদক তিনি। তিনি ১৯৮৭ সালে সায়েদা দৌলাকে বিয়ে করেন। তাদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।